# বাজি ও ডিজে বক্স :

# সচেতনতা

# প্রসঙ্গে

# দু-চার কথা


**বাজি ও ডিজে বক্স বিরোধী মঞ্চ**

6/II/4 চৈতন্য সরণি, (খালধার লেন)

শ্রীরামপুর,হুগলী।

**বাজি পুড়িয়ে, গান বাজিয়ে, আমরা তো চিরদিন আনন্দ করেছি - হঠাৎ আপত্তি কেন ?**

উৎসবপ্রিয় মানুষ উৎসবে মেতে উঠবেন, এটাই স্বাভাবিক রীতি । উৎসব সকলের হবে, সবাই আনন্দেই থাকবেন, শান্তিতে থাকবেন, এটাই উচিত নীতি, কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখি? কতিপয় নির্বোধ অহঙ্কারী মানুষের জন্য অধিকাংশ মানুষের কাছেই উৎসব হয়ে ওঠে বিভীষিকা।

শব্দ ও বিষাক্ত ধোঁয়ার আক্রমণ মানুষ, সমগ্র প্রাণীজগৎ তথা উদ্ভিদ জগৎকে করে তোলে বিষময়।শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজনের বিকৃত আনন্দের বলি হতে হয় আপামর শিশু বৃদ্ধ মহিলা, পুরুষ, যুবতী-যুবককে।রেহাই পায় না পথ কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল, কাকপক্ষীও।শুধুমাত্র কালি পুজোর রাতেই বাজির আলো ধোঁয়া আর আওয়াজে মারা যায় শতশত পাখি। অন্যান্য পশুরাও অসুস্থ হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মারাও যায়। ভোগ করে নরক যন্ত্রণা।

**বাজি পোড়ালে আর ডি জে বক্স বাজালেই কি পরিবেশের ক্ষতি ? অন্য ব্যাপারে কি আমরা উদাসীন?**

যদিও আমরা জানি, বাজি ও ডিজে বক্সই শব্দ-দূষণের একমাত্র উৎস নয়। বাস্তবিকই সামগ্রিক দূষণের চিত্রটি আজ ভয়াবহ।কিন্ত এমন বহুদুষণ আছে যা আজ আমাদের যাপনের অঙ্গ হয়ে গেছে, যা আর এড়ানো কার্যত অসম্ভব।কিন্তু অকারণে সাধ করে ডেকে আনা বাজি ও ডিজে দূষণ আমরা এড়াতেই পারি,প্রয়োজন একটু চেতনা।

## বাজি আর ডি জে বক্স থেকে কী এমন ক্ষতি হতে পারে যা নিয়ে এত আপত্তি হচ্ছে?

আসুন একবার দেখে নিই আতসবাজি,শব্দবাজি, ডি.জে বক্স কী কী ক্ষতি করে –

১ আতসবাজি বাতাসে ভাসমান বিষের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি করে ফুসফুসের ভয়ঙ্কর ক্ষতি সাধন করে।বাজির ধোঁয়া ফুসফুসে ঢুকে রক্তের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছয়।ফলে মস্তিকের বড় ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।

২ তীব্র আলোর ঝলকানিতে চোখের রেটিনাও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে।যা থেকে মানুষ অন্ধও হতে পারেন।

৩ কোভিড আক্রান্ত বা শ্বাসকষ্টের রুগীদের পক্ষেও আতসবাজি অতি বিপজ্জনক।

৪ ডিজে বক্স বা শব্দবাজির অতিরিক্ত শব্দের ফলে মাতৃগর্ভে থাকা শিশুও ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।যে জলীয় আধারে মাতৃগর্ভে শিশু নিরাপদে থাকে তা ফেটে গিয়ে গর্ভপাত হয়ে মা ও শিশুর প্রাণ সংশয় হতে পারে।

৫ একই কারণে তীব্র আওয়াজে কানের পর্দা ফেটে চিরতরে বধির হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শ্রবণযন্ত্রও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

৬ অতিরিক্ত শব্দে হৃদরোগের শিকার হয়ে গুরুতর অসুস্থ, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।যেহেতু হার্ট তুলনায় দুর্বল তাই মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে হার্টের।

৭ দীর্ঘক্ষণ অতিরিক্ত শব্দের মধ্যে থাকার কারনে মানসিক বৈকল্য দেখা দিতে পারে।

৮ পশুপাখিরাও মারাত্মক ভাবে বিপন্ন হয়।

**৯** কালিপুজো ও দেওয়ালির পরে বহু পাখির মৃত্যু হয় অতিরিক্ত বায়ুদূষণ, আলো ও শব্দের কারণে।

**১০** বাড়িতে পোষা প্রিয় কুকুর, বিড়ালও আতঙ্কিত হয়ে অসম্ভব অস্বাভাবিক আচরণ করে।আক্রমণ করে ও অসুস্থ হয়ে পড়ে।

**১১** যাঁরা আতসবাজি, শব্দবাজি বা ডিজের ব্যবহার করেন, উৎসব মিটলে তাদের

মধ্যে অনেকেই শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি মানসিক সমস্যারও শিকার হন।এই মানসিক অবসাদের কারণে তাঁরা মানসিক বিকৃতিরও শিকার হতে পারেন।কারণ তাঁরা বায়ু, আলো

ও শব্দ এই তিন ধরনের দূষণের শিকার হন। তাঁদেরই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

## বাজি পোড়ালেই ক্ষতি না কি বাজি তৈরিও পরিবেশ আর মানুষের ক্ষতি করছে?

১ বাজি তৈরিতে শিশুদের শ্রমিক হিসাবে ব্যবহার করা হয়, যা সম্পুর্ণ বেআইনি। বাজির বারুদ তাদের বিভিন্ন চর্মরোগের কারণ হয়।পেটের গন্ডগোলে ভোগে শিশুরা। চোখও আক্রান্ত হয়।শ্বাসের সঙ্গে বারুদের বিষ

ফুসফুসে প্রবেশ করে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি হয় ফুসফুসের।স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়ে মস্তিষ্ক বিকল হতে পারে।মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণও অসম্ভব নয়।

২ বাজি কারখানায় শ্রমিকদের কোনোরকম সামাজিক নিরাপত্তা থাকে না। কম মজুরিতে মহিলাদের ব্যবহার করা হয়।

৩ প্রায়শই বাজি কারখানায় নানাবিধ দুর্ঘটনার শিকার হন বাজি শ্রমিকরা।আহত হয়ে পঙ্গু হয়ে পড়েন অনেকেই।মৃত্যুও হয় বহু মানুষের।২০০৯ সাল থেকে এপর্যন্ত বাজি কারখানার বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৮১ জন শ্রমিকের।যাঁর মধ্যে মহিলা ও শিশুরাও আছেন।আহত হয়েছেন বহু মানুষ।

৪ বাজি ব্যবহারের ফলে যে বিভিন্ন রাসায়নিক ও অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থের

কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয় তা জল ও মাটিকে ভয়ঙ্কর ভাবে দূষিত করে, যা ক্ষতিগ্রস্ত করে উদ্ভিদ ও সমগ্র প্রাণীজগৎকে।

অথচ আতসবাজি, শব্দবাজি ও উচ্চ আওয়াজ নিয়ন্ত্রণে সরকারের একাধিক নির্দেশ, আদালতের রায়, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশিকা আছে।কিন্তু আইন, রায় বা নির্দেশ তখনই কার্যকরী হয়, যখন অধিকাংশ মানুষ তা মেনে চলে, অন্যথায় প্রশাসনকে কঠোর ভাবে তা মানাতে উদ্যোগী হতে হয়।

## বাজি তৈরি, পোড়ানো আর ডি জে বক্স বাজানো কী বে-আইনি? এজন্য কী আমাদের শাস্তি হতে পারে ?

শব্দ দূষণ সংক্রান্ত আইনের সূত্রপাত ১ এপ্রিল ১৯৯৬ ‘ওম বীরাঙ্গনা রিলিজিয়াস সোসাইটি’ বনাম রাজ্যের মামলায় বিচারপতি ভগবতী প্রসাদ বন্দোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক রায়দানের সূত্রে। ওই রায় দিতে গিয়ে অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন “... জনস্থানে লাউড স্পিকার বাজানোর অনুমতি মানে এই নয় যে, উচ্চগ্রামে আমার বক্তব্য প্রচার করে আমি - কোন ব্যক্তির দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সঙ্গে স্বাভাবিক কথাবার্তা বলার অধিকার, বই পড়ার অধিকার, তার নিদ্রা এবং বিশ্রামের অধিকারকে কেড়ে নিতে পারি”। এই মামলার সময় দেশে কোনো শব্দদূষণ

আইন ছিল না এবং এই রায়ের দীর্ঘমেয়াদি ফলশ্রুতিতে ২০০০ সালে প্রণয়ন করা হয় শব্দদূষণ সংক্রান্ত নতুন আইন।যাতে বলা হয়েছে :

**ক।** উৎসবের আনন্দকে বজায় রাখতে নিয়ম মেনে সাউন্ড লিমিটার সহ মাইক্রোফোন ব্যবহার করতে হবে।

**খ।** শব্দবর্জিত অঞ্চলে কোন প্রকার শব্দদূষণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আদালত ও হাসপাতালের চারদিকে ১০০ মিটার পর্যন্ত এলাকা শব্দবর্জিত অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।এই অঞ্চলে হর্ণ বাজানোও সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

**গ।** নির্ধারিত সময়সীমা এবং প্রশাসনের অনুমতি ব্যতীত মাইক্রোফোন ব্যবহার করা

যাবে না।রাত দশটার পর ও সকাল ছটার আগে মাইক্রোফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ।

**ঘ।** উচ্চ শব্দ যুক্ত বাজি বা পটকার চেকলেট বোমা, দোদোমা, কালিপটকা প্রভৃতি) উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ।

**ঙ।** উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেল জেনেরেটর সেট পর্ষদের পূর্ব অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করতে হবে ও শব্দ নিয়ন্ত্রক বেষ্টনী ব্যবহার করা আবশ্যিক।

**চ।** যানবাহনে এয়ার হর্ণ ব্যবহার, বিক্রয় এবং মজুত আইনতঃ নিষিদ্ধ ।

**ছ।** পশ্চিমবঙ্গের বনাঞ্চলগুলিতে লাউডস্পিকার বা মাইক্রোফোন ব্যবহার করা যাবে না।

**জ।** মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং অন্যান্য বোর্ডের পরীক্ষা শুরু হওয়ার তিন দিন আগে থেকে মাইক বাজানো নিষিদ্ধ

## বাজি পোড়ানোর কোনো নির্দিষ্ট সময় কী সরকার ঠিক করে দিয়েছে?

**হ্যাঁ।** সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এ কে সিক্রি এবং বিচারপতি অশোকভূষণের ডিভিশন বেঞ্চ ২০১৮ সালে রায় দিয়েছে নির্ধারিত দু ঘন্টা সময়ে বাজি পোড়ানো যাবে। ২০২১ সালে

সুপ্রিম কোর্টের রায় ছিল কালীপুজোয় ও দেওয়ালিতে সন্ধ্যা ৮ টা থেকে রাত্রি ১০ টা পর্যন্ত কেবলমাত্র সবুজ বাজি ব্যবহার করা যাবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ২০২১ সালে ঠিক করে দিয়েছে কালীপুজো ও দেওয়ালীর সময় ওই ২ ঘন্টা ছাড়া ছট পুজোর সময় সকাল ৬ টা থেকে ৮ টা আর খ্রীসমাস এবং ইংরিজি নববর্ষের সময় অর্থাৎ বছরের শেষ দিনে রাত ১১:৫৫ থেকে ৩৫ মিনিট সবুজবাজি পোড়ানো যাবে। কোনো রকম উচ্চ আওয়াজের বাজি ব্যবহার নিষিদ্ধ।

## সবুজ বাজি কাকে বলে এবং কীভাবে বোঝা যায় ?

সবুজ বাজি জন্য প্যাকেটের উপর CSIR-NEERI র একটি ছাপ ( কিউ আর কোড) থাকে যে ছাপ স্ক্যান করলে তার সত্যিকারের সবুজ বাজি কিনা বোঝা যায়।

## সবুজ বাজি আর সাধারণ বাজির মধ্যে তফাৎ কী?

সাধারণ বাজিতে ব্যবহার করা হয়

১. মূল বারুদ: ব্ল্যাক পাউডার,

২. অক্সিডাইজ করার জন্য: নাইট্রেট, ক্লোরেট এবং পারক্লোরেট

৩. রিডাকশন করার জন্য : সালফার এবং চারকোল

৪. বিস্ফোরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য: নানা রকম ধাতব রাসায়নিক

৫. রং তৈরির জন্য: স্ট্রনসিয়াম, কপার, বেরিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম আয়রন

৬. বাজি বাঁধার জন্য : ডেক্সট্রিন বা স্টার্চ

অন্যদিকে সবুজ বাজিতে থারমাইট কম থাকে, খুবই অল্প পরিমাণে এলুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয়, সবুজ রং তৈরির জন্য বেরিয়াম ব্যবহার করা হয় না, অক্সিডাইজ করার জন্য পটাশিয়াম নাইট্রেট ব্যবহার করা হয় না বলে ধোঁয়া কম হয়।

শুধু তাই নয় এক একটি শব্দবাজি ফাটলে প্রায় ১৬০ ডেসিবেল আওয়াজ হয় বাজি সেখানে সবুজ বাজিতে আওয়াজ হতে পারে ১১০ ডেসিবেল।

## সবুজ বাজিতে দূষণ কেন কম হয়?

প্রথমত সবুজ বাজির খোল ছোট হয় যে কারণে বাজি তৈরির কাঁচামাল কম পরিমাণে ব্যবহার করা হয় এবং পোড়ালে কম ছাই তৈরি হয় ।সবুজ বাজির খোল সব ক্ষেত্রেই সমান মাপের। এছাড়া ধুলো, রং এবং ধোঁয়া কমানোর জন্য কিছু রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় যার ফলে বাজি পোড়ানোর পর কম পরিমাণ SO2 এবং NO2 তৈরি হয় যার ফলে :

- - বাতাসে ভাসমান কণার পরিমাণ অন্তত ৩০ শতাংশ কমে
- - যার মধ্যে, ২০ শতাংশ কমে ভাসমান কণা এবং ১০ শতাংশ কমে গ্যাসীয় পদার্থ (সূত্র CSIR-National Environmental Engineering

Research Institute(CSIR NEERI))

সবুজ বাজির সংজ্ঞা নিয়ে নানা বিভ্রান্তি আছে। মঞ্চের অভিজ্ঞতায় গত দীপাবলিতে কোনো সবুজ বাজি বাজারেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেলেও তা সত্যিই সবুজবাজি কিনা তা যাচাই করার পদ্ধতিটিও বেশ জটিল।

সম্প্রতি হাইকোর্ট রায় দিয়ে বলেছে,

- কালীপুজোর সময় কলকাতার বাজিবাজারে কেবল মাত্র সবুজ বাজিই বিক্রি করা যাবে।
- অনলাইনে বাজি বিক্রি বন্ধ করতে বলা হয়েছে এবং

- কোনও এলাকায় নিষিদ্ধ বাজি বিক্রি হলে তার দায় সংশ্লিষ্ট থানার ওসির উপরে বর্তাবে।

পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীণ ট্রাইব্যুনাল ১৬ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে রাজ্য সরকারকে সমস্ত বেআইনি বাজি কারখানা বন্ধ করে দিতে বললেও তা এখনও কার্যকর করা হয়নি।

২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সবুজ মঞ্চ ও বাজি ও ডি জে বক্স বিরোধী মঞ্চের সঙ্গে আলোচনায় জানায়, এই রাজ্যে কোনো সবুজ বাজির কারখানাকেই পর্ষদ ছাড়পত্র দেয়নি, তখনও পর্যন্ত। **সুতরাং রাজ্যে এখন কোনো বৈধ বাজি কারখানাই নেই**। তাছাড়া সবুজ বাজিও পুরোপুরি দূষণমুক্ত নয়।তাতে মাত্রই ৩০ শতাংশ পর্যন্ত দূষণ কমতে পারে।

সবুজবাজির শব্দসীমা ১২৫ ডেসিবল পর্যন্ত হলে পশ্চিমবঙ্গে আদালতের নির্দেশ মোতাবেক শব্দবাজির শব্দ সীমা ৯০ ডেসিবেল।

## বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ, মৃত্যুমিছিল - এর পরেও আমরা চোখ বন্ধ করে থাকব ?

গত ১৬ মে ২০২৩ পূর্ব মেদিনীপুরের এগরায় এক বেআইনি বাজি কারখানার বিস্ফোরণে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ রাজ্যে নতুন নয়, গত দশ বছরের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। প্রায় ১০০ জন মানুষ এইসব বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছেন। যখন আমরা

বাজি পুড়িয়ে আনন্দ করি, তখন আমরা মনে রাখিনা যে আমাদের আনন্দ এতগুলো প্রাণের বিনিময়ে ঘটছে। ব্যবহার বন্ধ না হলে, আইনি, বেআইনি, সব রকম ভাবেই বাজি তৈরি চলতেই থাকবে। চালু থাকবে সব দিক থেকে প্রাণঘাতী এই 'শিল্প'।

সুতরাং আমাদের আনন্দর সঙ্গে মিশে থাক একটু দায়িত্ব। আমরা খুলে রাখি আমাদের চোখ । আমাদের প্রত্যেকের একটু সজাগ থাকা, আমাদের চারপাশের পরিবেশকে এখনও অন্যরকম করে তুলতে পারে।

# বাজি আর ডি জে বক্সের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হলে, কোথায় আভিযোগ জানাবো?

প্রয়োজনে অভিযোগ জানাতে পারেন

- স্থানীয় থানা
- পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট
- পুলিশ কমিশনার
- মহকুমাশাসক
- সবুজ মঞ্চের কন্ট্রোল রুম- 6290901862, 9635912049
- বাজি ও ডিজে বক্স বিরোধী মঞ্চ – 9883325009 / 98743 76647 / 94322 74268 /93325 77896
- পঃ ব দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ- 18003453390 (টোল ফ্রী), 033 23350261 পুলিশ- 100

# শব্দ-দূষণের বিরুদ্ধে লড়াই-এ এ রাজ্যে যাঁরা শহীদ হয়েছেন

| | | |
|---|---|---|
| দীপক দাস | শ্রীরামপুর | ১৯৯৭ |
| রঞ্জিত কুমার নস্কর | ক্যানিং | ২০০৩ |
| সুবোধ কুমার মাহাতো | সাঁওতালদিহি | ২০১০ |
| বকুল অধিকারী | বিজপুর | ২০১০ |
| প্রদীপ রায় | গাইঘাটা | ২০১০ |
| মনমোহন কুট্টি | হলদিয়া | ২০১১ |
| পীযূষ কান্তি সরকার | মহেশতলা | ২০১২ |
| পিন্টু বিশ্বাস | অশোকনগর | ২০১৩ |
| দুর্লভ চন্দ্র মাহাতো | ঝাড়গ্রাম | ২০১৫ |
| পুটিন মন্ডল | ফারাক্কা | ২০১৬ |
| পূর্ণিমা মৈত্র | বিজয়গড় | ২০১৬ |
| হারাধন মাল | খড়গ্রাম | ২০১৯ |
| সুভাষ বিশ্বাস | হাসখালি | ২০২১ |
| আফজাল মমিন | মোথাবাড়ি | ২০২৩ |

এই পরিস্থিতিতে সকলের কাছে আবেদন বাজি ও ডি জে বক্স ব্যবহার থেকে নিজে দূরে থাকুন। অপরকে দূরে থাকতে বলুন। প্রিয়জনদের সুস্থ রাখুন।

বিনীত -

**বাজি ও ডিজে বক্স বিরোধী মঞ্চ**

১ জুন ২০২৩

সুরজিৎ সেন, সভাপতি ও গৌতম সরকার, সাধারণ সম্পাদক বাজি ও ডিজে বক্স বিরোধী মঞ্চ ( Registration No : S0034944 of 2022 – 2023) কর্তৃক 6/II/IV, চৈতন্য সরণী ( খালধার রোড), শ্রীরামপুর, জেলা-হুগলি, ৭১২২০১ থেকে প্রচারিত । Email: bajidjbirodhi@gmail.com, Website : www.bajiodjboxbirodhimancha.org